

বিষয়: ইমলামী শিষ্টাচারসমূহ

مِنَ الْأَدَابِ الشَّرْعِيَّةِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، وَأَحْسَنَ كُلِّ شَيْءٍ خَلْقًا، وَأَدَبَ عِبَادَهُ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهُمْ، وَجَعَلَ هَذَا الدِّينَ شَرِيعَةً كَامِلَةً، لَا تَدْعُ شَأْنًا مِنْ شُؤْنِ الْحَيَاةِ إِلَّا ضَبَطَتْهُ، وَلَا خُلُقًا أَوْ طَبْعًا إِلَّا هَدَبَتْهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الْمَبْعُوثُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَالْمُرِّي عَلَى دَقَائِقِ الْأَدَابِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

أَمَّا بَعْدُ: فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأُمَّمَ لَا تُعْرِفُ بِكَثْرَةِ أَمْوَالِهَا، وَلَا بِارْتِفَاعِ بُنْيَانِهَا، وَلَكِنْ تُعْرِفُ بِأَخْلَاقِهَا وَأَدَابِهَا

وَإِنَّمَا الْأُمَّمُ الْأَخْلَاقُ مَا بَقِيَتْ فَإِنْ هُمْ ذَهَبَتْ أَخْلَاقُهُمْ ذَهَبُوا

فَالسُّلُوكُ مِرَآةُ الْقَلْبِ، وَالذُّوقُ تُرْجَمَانُ لِمَا يَنْطَوِي عَلَيْهِ الصِّمِيرُ؛ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ [البقرة: ২৮১]

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সকল বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন এবং মানুষকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি ইসলামকে এমন এক পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান করেছেন, যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুবিন্যস্ত করে এবং মানব চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করে।

শাহাদাত প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ ^{সাদ্বাহ আল্লাহি ওয়াসাল্লাম} তাঁর বান্দা ও রাসুল। তাঁকে উত্তম চরিত্রের বিকাশ এবং সূক্ষ্ম শিষ্টাচারের শিক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। আল্লাহকে ভয় করুন। মনে রাখবেন, কোনো জাতির আসল পরিচয় সম্পদ বা উঁচু অটালিকায় নয়, বরং তার চরিত্র ও শিষ্টাচারে। কবি যেমন বলেছেন:

وَإِنَّمَا الْأُمَّمُ الْأَخْلَاقُ مَا بَقِيَتْ فَإِنْ هُمْ ذَهَبَتْ أَخْلَاقُهُمْ ذَهَبُوا

জাতি টিকে থাকে তার চরিত্রের গুণে, চরিত্র হারিয়ে গেলে জাতির বিলুপ্তি ঘটে।

আচরণই অন্তরের আয়না:

মানুষের বাহ্যিক আচরণই তার অন্তরের রূপ প্রকাশ করে। আল্লাহ ^{সুবহানাহু ওয়াতালী} এরশাদ করেন:

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

আর তোমরা সেই দিনকে ভয় করো, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে; অতঃপর প্রত্যেককে তার অর্জিত কাজের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না। (সূরা আল-বাকারাহ: ২৮১)

★ ইসলাম: একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান

ইসলাম কোনো আংশিক ধর্ম নয়, বরং এটি মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রের নিখুঁত নির্দেশিকা। আকাইদ ও ইবাদতের পাশাপাশি দৈনন্দিন সূক্ষ্ম আচরণে ইসলাম যে সার্বিক দিকনির্দেশনা দিয়েছে, তা নিম্নরূপ:

► ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও শৌচকার্য: শরীরের পবিত্রতা রক্ষা, ডান হাতে অজু-গোসল ও ডান পাশ ব্যবহার করা এবং শৌচকার্যের নির্দিষ্ট আদব অনুসরণের মাধ্যমে দৈহিক পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা হয়েছে। যেমন হাদীসে আসছে-

عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: إِنِّي لَأَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ كَيْفَ تَصْنَعُونَ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَعَلِّمُكُمْ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطُ! قُلْتُ: نَعَمْ، أَجَلْ، وَلَوْ سَخِرَتْ، إِنَّهُ لَيَعَلِّمُنَا كَيْفَ يَأْتِي أَحَدُنَا الْغَائِطُ، وَإِنَّهُ: «يَنْهَانَا أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَحَدُنَا الْقِبْلَةَ وَأَنْ يَسْتَدْبِرَهَا، وَأَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ، وَأَنْ يَتَمَسَّحَ أَحَدُنَا بِرَجْلَيْهِ وَلَا عَظْمٍ، وَأَنْ يَسْتَنْجِيَ بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» [رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَاللَّفْظُ لَهُ].

সালমান ফারসি য থেকে বর্ণিত, এক লোক তাঁকে বলল: আমি তো দেখছি তোমাদের সঙ্গী (রাসূলুল্লাহ ^{সাদ্বায়াহু} ^{আলাইহি} ^{ওয়াসাল্লাম}) তোমাদের সবকিছুই শিক্ষা দিচ্ছেন, এমনকি শৌচাগারে কীভাবে শৌচকার্য সম্পাদন করতে হয় তাও শিক্ষা দেন! সালমান য বললেন: "হ্যাঁ, যদিও তুমি তা নিয়ে উপহাস করছ। তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন এবং নিষেধ করেছেন যেন আমরা শৌচকার্য করার সময় কেবলার দিকে মুখ বা পিঠ না দিই, ডান হাত দিয়ে শৌচকার্য না করি, গোবর বা হাড়ি দিয়ে কুলুখ না নিই এবং তিনটির কম পাথর দিয়ে শৌচ না করি।" (মুসলিম: ২৬২, আবু দাউদ: ৭, নাসাঈ: ৪৯, ইবনে মাজাহ: ৩১৬, আহমাদ: ২৩)

► আহার ও পানীয়: খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা, ডান হাতে আহার করা, বসে পান করা এবং খাবার শেষে শুকরিয়া আদায় করার মাধ্যমে নিয়মানুবর্তিতা ও স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেওয়ার নির্দেশ রয়েছে।

► ঘুম ও বিশ্রাম: দ্রুত ঘুমানো, ঘুমানোর পূর্বে অজু করা, ডান পাশে শোয়া এবং ঘুম থেকে উঠে দোয়ার মাধ্যমে দিন শুরু করার সুনাত শেখায় ইসলাম।

➤ **কথাবার্তা ও সামাজিক আচরণ:** সত্য বলা, গিবত (পরচর্চা) পরিহার করা, হাসিমুখে কথা বলা, অন্যকে সালাম দেওয়া এবং নম্রতা বজায় রাখার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

➤ **লেনদেন ও অর্থনীতি:** ব্যবসা-বাণিজ্যে সততা, সুদ-ঘুষ বর্জন, মাপ ও ওজনে সঠিক থাকা এবং অন্যের অধিকার (হাক্কুল ইবাদ) যথাযথভাবে আদায় করা বাধ্যতামূলক।

ইসলাম মূলত মানুষের প্রতিটি সাধারণ অভ্যাসকে ইবাদতে পরিণত করার এক চমৎকার জীবনব্যবস্থা, যেখানে আধ্যাত্মিক উন্নতির সাথে সাথে আচার-আচরণের সর্বোচ্চ শিষ্টাচার প্রতিফলিত হয়।

✱ **সূক্ষ্ম আচরণের গুরুত্ব ও পরিশীলতা:**

সূক্ষ্ম আদব মেনে চলা জীবন্ত অন্তর, সুন্দর রুচি ও পরিচ্ছন্ন মানসিকতার পরিচয়। আর তা অবহেলা করা অন্তরের উদাসীনতা ও আচরণের রক্ষণতা প্রকাশ করে। তাই ইসলাম মানুষের দৈনন্দিন আচরণকে শালীন, সুন্দর ও পরিশীলিত করেছে।

➤ **হাঁচির ফযীলত ও শারয়ী বিধান:**

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাল্লাহ হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন। রাসুলুল্লাহ ^{সাদ্বাহ্বাহু} ^{আলাইহিস} ^{ওয়াসালম} বলেছেন:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَّاسَ، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ، فَحَقَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ].

আল্লাহ হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন। তাই যখন কেউ হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে, তখন তা শ্রবণকারী প্রতিটি মুসলিমের জন্য তার জবাব (ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা) ওয়াজিব হয়ে যায়। (বুখারী: ৬২২৩, মুসলিম: ২৯৯৪, আবু দাউদ: ৫০২৮, তিরমিযী: ২৭৪৭, নাসাঈ: ১০০৪৩, আহমাদ: ১০৭০৭)

✱ **হাঁচির আদব ও সামাজিক সৌহার্দ্য:**

➤ **আল্লাহর পছন্দ ও শরীয়তের বিধান:** আল্লাহ তাআলা হাঁচি পছন্দ করেন। তাই হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে, তা শোনার পর অন্য মুসলিমের জন্য 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলে তার জবাব দেওয়া কর্তব্য।

➤ **দোয়ার আদান-প্রদান:** হাঁচিদাতা জবাবে বলেন 'ইয়াহদিকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহ বালাকুম' (আল্লাহ আপনাদের সৎপথ দেখান এবং আপনার অবস্থা সংশোধন করুন)।

➤ সামাজিক প্রভাব: হাঁচিকে কেন্দ্র করে এই সংক্ষিপ্ত জিকির ও পারস্পরিক দোয়ার আদান-প্রদান মুমিনদের মাঝে গভীর ভালোবাসা, হৃদয়তা ও সামাজিক বন্ধন গড়ে তোলে। এই সংক্ষিপ্ত বাক্যগুলো পারস্পরিক ভালোবাসা ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি করে।

✱ হাঁচির আওয়াজ নিচু করা ও মুখ ঢেকে রাখার আদব

➤ অন্যকে কষ্ট না দেওয়ার আদব:

শিষ্টাচারের অন্যতম দিক হলো নিজেকে এমন আচরণ থেকে বিরত রাখা যা অন্যদের বিরক্তি বা কষ্টের কারণ হয়। তাই হাঁচি দেওয়ার সময় নিজের গলার আওয়াজ নিচু রাখা এবং মুখ ঢেকে রাখা উচিত।

রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -এর সুন্নাত ও হাদীস:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ غَطَّى وَجْهَهُ بِيَدِهِ أَوْ بَثْوِيهِ، وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهُ

নবী করীম ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} যখন হাঁচি দিতেন, তখন হাত বা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নিতেন এবং এর মাধ্যমে আওয়াজ নিচু করতেন।" (আবু দাউদ: ৫০২৯, তিরমিযী: ২৭৪৫)

✱ হাই তোলার আদব ও শয়তানের কুমন্ত্রণা

➤ হাই তোলার শারয়ী বিধান ও হাদীস:

হাই তোলা অলসতার লক্ষণ, যা শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। আবু হুরায়রা ষ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّشَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَشَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُرْذَهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ: هَا، ضَحِكَ الشَّيْطَانُ [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ]

হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। তাই তোমাদের কেউ যখন হাই তোলে, সে যেন যথাসম্ভব তা দমন করার চেষ্টা করে। কারণ, তোমাদের কেউ যখন 'হা-আ' আওয়াজ করে, তখন শয়তান হাসে। (বুখারী: ৬২২৩, মুসলিম: ২৯৯৪)

➤ হাই ও হাঁচির মূল পার্থক্য:

হাই তোলা (শয়তানের দিকে সম্পৃক্ত): হাই তোলা মূলত অলসতা, ক্লান্তি ও শরীরের নিস্তেজ ভাব থেকে আসে, যা মানুষের কর্মক্ষমতা কমায়।

হাঁচি দেওয়া (আল্লাহর পছন্দনীয়): হাঁচি শরীরের ভেতরের জড়তা দূর করে মন ও দেহে প্রফুল্লতা, চঞ্চলতা এবং প্রাণচঞ্চল্য ফিরিয়ে আনে।

➤ ব্যক্তিত্ব ও শালীনতা রক্ষা:

হাই তোলার মূল কারণগুলো রোধ করা এবং এটি চেপে রাখার চেষ্টা করা সূন্যাত; যাতে নিজের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না হয় এবং চেহারার সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য বজায় থাকে।

* টেকুর তোলার আদব ও পরিমিত আহারের গুরুত্ব:

➤ টেকুর তোলার আদব ও সামাজিক শালীনতা:

পেট ভরে খাবার খেলে মুখ দিয়ে বাতাস ও অপ্রিয় শব্দ বের হওয়াই টেকুর। অন্যের সামনে ইচ্ছে করে উচ্চশব্দে টেকুর তোলা বিরক্তি ও কষ্টের কারণ।

হাদীসের বাণী:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَجَشَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَفَّ عَنَّا جُشَاءُكَ فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ شَبَعًا فِي الدُّنْيَا أَطْوَلُهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ الْأَبَانِيُّ]

ইবনে ওমর ^{সাদ্বাওয়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ^{সাদ্বাওয়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম}-এর সামনে টেকুর তুললে তিনি বললেন: আমাদের কাছ থেকে তোমার টেকুর থামাও (শব্দ নিচু করো বা নিয়ন্ত্রণ করো) অবশ্যই যে সকল ব্যক্তি দুনিয়াতে বেশি পরিতৃপ্ত হবে তারাই কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি ক্ষুধার্ত থাকবে। (তিরমিযী: ২৪৭৮, ইবনে মাজাহ: ৩৩৫০)

➤ টেকুর নিয়ন্ত্রণের মূল উপায় (পরিমিত আহার):

রাসূলুল্লাহ ^{সাদ্বাওয়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} টেকুরের মূল কারণ অর্থাৎ অতিরিক্ত আহার বা পেট পুরে খাওয়া থেকে নিষেধ করেছেন।

عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكْلَاتٍ يُقْمَنَ صَلْبُهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلْثٌ لِبَطْعَامِهِ، وَثُلْثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلْثٌ لِنَفْسِهِ [رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ].

মিকদাম ইবনে মাদী কারিব ^{সাদ্বাওয়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ^{সাদ্বাওয়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন: মানুষ তার পেটের চেয়ে নিকৃষ্ট আর কোনো পাত্র পূর্ণ করে না। আদম সন্তানের পিঠ সোজা রাখার (বেঁচে থাকার) জন্য সামান্য কয়েকটি লোকমাই যথেষ্ট। কিন্তু যদি তাকে খেতেই হয় (এর চেয়ে বেশি খাবার প্রয়োজন মনে করে), তবে সে যেন তার পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং বাকি এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখে। (তিরমিযী: ২৩৮০, নাসাঈ: ৬৭৬৯, ইবনে মাজাহ: ৩৩৪৯, আহমদ: ১৭১৮৬)

➤ অতিরিক্ত আহ্বারের ক্ষতি: আরবরা প্রবাদ বাক্যে বলতেন:

إِذَا امْتَلَأَتِ الْمَعِدَةُ حَمَدَتِ الْفِكْرَةَ).

পেট যখন পূর্ণ হয়ে যায়, তখন চিন্তাশক্তি ও প্রজ্ঞা নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إِلَيْهِ؛ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

আমি আমার এই বক্তব্য শেষ করছি এবং আমার ও আপনাদের সকল গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তাঁর দিকে তাওবা করছি। সুতরাং আপনারা তাঁর কাছে ক্ষমা চান ও তাওবা করুন; নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

দ্বিতীয় খুতবা:

الْخُطْبَةُ الثَّانِيَّةُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

أَمَّا بَعْدُ: فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ حَقَّ التَّقْوَى، وَرَاقِبُوهُ فِي السِّرِّ وَالنَّجْوَى، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

সমস্ত প্রশংসা পরম ও পবিত্র আল্লাহর জন্য, যিনি বরকতময়। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ ^{সাদ্বাপ্লাহ} ^{আলাইহি} ^{ওয়াসাল্লাম} তাঁর বান্দা ও রাসুল।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো (তাকওয়া অবলম্বন করো)। গোপনে ও প্রকাশ্যে তাঁকে স্মরণ ও অনুধাবন করো; আর মনে রেখো, তোমাদের সবাইকে শেষ পর্যন্ত তাঁর দিকেই একত্রিত ও পুনরুত্থিত করা হবে।

✱ মসজিদের আদব ও তা সম্মান করার গুরুত্ব

➤ মসজিদের মর্যাদা ও পবিত্রতা:

সাধারণ অবস্থায় যেসব আদব মানা আবশ্যিক, আল্লাহর ঘর মসজিদে সেগুলো মেনে চলা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও জোরদার তাগিদপূর্ণ। মসজিদের বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে।

আল্লাহ ^{সুবহানাহু} ^{ওয়াল্লাহু} এরশাদ করেন:

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ - رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

আল্লাহ যেসব গৃহকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামায কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। (সূরা আন-নূর: ৩৬-৩৭)

➤ মসজিদের গান্ধীর্ষ ও স্বাভাবিক শিষ্টাচার:

ইবাদতের পরিবেশ রক্ষা: মসজিদ হলো অন্তরে একাত্মতা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিনম্রতা বজায় রাখার পবিত্র স্থান।

অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ ত্যাগ: মুখ না ঢেকে বা শব্দ নিচু না করে উচ্চস্বরে হাঁচি দেওয়া, হাই তোলা কিংবা টেকুর তোলা অন্যদের ইবাদতে বিঘ্ন ঘটায়।

সচেতনতার প্রয়োজন: যেকোনো শব্দ বা আচরণে যেন অপরের কষ্ট না হয়, সে বিষয়ে সচেতন থেকে মসজিদের গান্ধীর্ষ রক্ষা করা সবার দায়িত্ব।

➤ চিন্তার বিষয়:

সাধারণ মানুষের বৈঠকে যা পরম আদব ও শিষ্টাচার হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তা আমরা সৃষ্টিকর্তা রাব্বুল আলামীনের ঘরে এসে কীভাবে ভুলে যাই?

★ মসজিদের সম্মান রক্ষা ও ইবাদতে ব্যাঘাত না ঘটান নির্দেশ

➤ মসজিদের গান্ধীর্ষ ও পবিত্রতা রক্ষা:

মসজিদকে এমন সব আচরণ থেকে মুক্ত রাখা আবশ্যিক যা মানুষের মাঝে বিরক্তি সৃষ্টি করে বা ইবাদতের শান্ত পরিবেশ বিনষ্ট করে।

➤ উচ্চশব্দে বিঘ্ন ঘটানোর নিষেধাজ্ঞা:

শরীয়তে যেখানে মসজিদে উচ্চশব্দে কোরআন তেলাওয়াত করে অন্যের সালাত বা জিকিরে ব্যাঘাত ঘটাতে নিষেধ করা হয়েছে, সেখানে অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় বা বিরক্তিকর আওয়াজ তোলা তো আরও বড় অন্যায়।

➤ রাসূলুল্লাহ ^{সাদ্বাহ্বাহু} ^{আলাইহি} ^{ওয়াসাল্লাম} -এর গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত:

আবু সাঈদ আল-খুদরী ^{রাদিয়াল্লাহু} ^{তা'আলা} ^{আনহু} থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ^{সাদ্বাহ্বাহু} ^{আলাইহি} ^{ওয়াসাল্লাম} বলেছেন:

أَلَا إِنَّ كَلَّكُمْ مُنَاجَ رَبِّهِ، فَلَا يُؤْذِنَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا يَرْفَعَنَّ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ

প্রকৃত মুসলিম সে-ই, যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে। আর প্রকৃত হিজরতকারী সে, যে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা ত্যাগ করে। (বুখারী: ১০, মুসলিম: ৪০)

★ সর্বপ্রকার বিরক্তি ও কষ্টদায়ক আচরণ থেকে বিরত থাকা:

যেমন মুখ ও হাত দিয়ে অন্যকে কষ্ট দেওয়া নিষেধ, তেমনি প্রতিটি এমন আচরণও নিষিদ্ধ যা মানুষকে অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত করে। তাই প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য হলো নিজেকে এই ধরনের শিষ্টাচার ও সৌন্দর্যে প্রতিপালন করা এবং অন্যকেও সে অনুযায়ী দিকনির্দেশনা দেওয়া।

খুতবার শেষাংশ: বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَأَذِلَّ الشَّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، وَوَفِّقْ - اللَّهُمَّ - أَمِيرَنَا وَوَلِيَّ عَهْدِهِ لِهَذَاكَ، وَاجْعَلْ أَعْمَالَهُمَا فِي طَاعَتِكَ وَرِضَاكَ، وَاجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا مُطْمَئِنًّا سَخَاءَ رَحَاءٍ، دَارَ أَمْنٍ وَإِيمَانٍ، وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ.

لجنة إعداد الخطبة النموذجية لصلاة الجمعة

হে আল্লাহ! ইসলাম ও মুসলমানদের সম্মানিত ও শক্তিশালী করুন এবং শিরক ও মুশরিকদের লাঞ্ছিত করুন। হে আল্লাহ! জীবিত ও মৃত সকল মুসলিম ও মুমিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করে দিন।

হে আল্লাহ! আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান (আমির) ও যুবরাজকে আপনার সঠিক পথের ওপর চলার তাওফিক দিন এবং তাঁদের সকল কাজকে আপনার আনুগত্য ও সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরিচালিত করুন।

আমাদের এই দেশকে এবং সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রকে শান্তিময়, নিরাপদ, প্রাচুর্যপূর্ণ ও ঈমানের ভূমিতে পরিণত করুন।

খুতবা প্রস্তুতকারক সংস্থা: জুমার নামাযের আদর্শ খুতবা প্রস্তুতকারী কমিটি
ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়-কুয়েত